কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম - ১২ ই অক্টোবর, ১৯২৪ / মৃত্যু - ৫ই এপ্রিল, ২০০০

রবীন্দ্রসংগীতের জগতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবাদপ্রতিম নাম। এই নাম শোনা মাত্র বিশেষ এক ধরনের গায়কীর কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। অনেক গানও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যেখানে প্রতি ধ্বনির মধ্য থেকে সুরের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত যেন নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে যা কিছু কোমল, করুণ, মধুর ও উদাস তার শেষ সীমান্তে তিনি আমাদের অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন। রবীন্দ্রসংগীতের বাঁধাধরা কাঠামোর মধ্যে থেকেও, স্বরলিপি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেও, কোনো কোনো গানে তিনি যে অলৌকিক মধুরতা সঞ্চার করেন সেখানেই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

অতীতকালের শান্তিনিকেতনে, সেখানকার সরল জীবনযাত্রায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যে সব আশ্রমিকদের কথা আমরা শুনি কণিকা ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি সর্বার্থেই আশ্রমকন্যা। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু বালিকাবয়সেই তিনি শিক্ষার জন্য শান্তিকনিকেতনে চলে আসেন। প্রথাগত লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালিম নিতে থাকেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীতে। মেধা ও অনুপম কণ্ঠলাবণ্যের জন্য অল্পদিনেই তিনি তাঁর শিক্ষকদের স্নেহভাজন হলেন এবং তাঁর গুণের কথা রবীন্দ্রনাথের কানেও পৌঁছল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্নেহের স্বাক্ষর রয়ে গেছে কনিকার নামকরণে। শোনা যায় কণিকা নামটি তাঁরই দেওয়া। আরও একটি ডাকনাম ছিল তাঁর — মোহর। এই নামে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠজনের কাছে পরিচিত ছিলেন।

সেই যে কণিকা শান্তিনিকেতেন এলেন সারা জীবন এখান থেকে আর কোথাও যান নি। বিশ্বভারতীর সহকারী গ্রন্থাগারিক বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহের পর সংসার পাতলেন এখানেই। যাঁদের কাছে তিনি গান শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আরও আছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ইন্দিরা দেবী ও শান্তিদেব ঘোষের মত দিক্‌পালেরা। শিক্ষা সমাপনান্তে কনিকা সঙ্গীতভবনের শিক্ষক হলেন। পরে এখানকার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং এমেরিটাস প্রফেসর রূপে সারাজীবন সঙ্গীতভবনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। গান করা এবং গান শেখানো ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। অন্য কোনো উচ্চাশাও ছিল না। নিজ প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো অভিমান ছিল না। সচেতনতাও ছিল কি? যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন তাঁরা বলেন তাও ছিল না।

কণিকার প্রথম রেকর্ড ছিল নীহারবিন্দু সেনের সুরে দুটি আধুনিক গান। তখন তাঁর বয়স নিতান্তই অল্প। পরে তিনি আধুনিক গানে আর আগ্রহ দেখান নি। প্রায় একমুখী ও তদ্‌গত সাধনা করেছেন রবীন্দ্রসংগীত নিয়েই। এ ছাড়া অন্য গান বলতে আছে গুটিকতক ভজন, অতুলপ্রসাদী ও নজরুলগীতি। তাঁর রেকর্ড করা গানের সংখ্যা তিনশোরত্ত বেশি।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে। এর তিন বছর পরে ৫ই এপ্রিল ২০০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়, কিন্তু তাঁর গানে এবং ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন আরও অনেককাল।

সৃষ্টিসন্ধান